পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৫-২০০৬

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	
২।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম	১
৩।	সাংগঠনিক কাঠামো	৫
৪।	অধীনস্থ দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ	৬
৫।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৭
৬।	সমবায় অধিদপ্তর	১৮
৭।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড),কুমিল্লা	২৫
৮।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	৩১
৯।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের বিবরণ	৩৪
১০।	রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ	৩৮

ভূমিকা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন,সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিংকে উৎসাহদান,পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক ও প্রযোগধর্মী কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও একাডেমীসমূহ দায়িত্ব পালন করছে ।

বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে । দেশের হতদরিদ্র জনগণকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বর্তমান সরকার পদ্ধপরিকর। দেশকে দারিদ্রমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সুষ্ঠুনীতিমালা প্রণয়ন,কার্যক্রম গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এই বিভাগ পল্লী জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ সরকারের গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নপূর্বক পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন প্রবাহে ব্যাপক পরিবর্তনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পল্লী উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গৃহীত কার্যক্রমে পল্লী জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সমৃদ্ধির চিত্র দৃশ্যমান । এই প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আনোয়ারুল ইকবাল এই প্রয়াসে সর্বাত্মক নির্দেশনা দিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন বলে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । সেই সাথে এই বিভাগের যারা এ প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ।

(আ.ত.ম. ফজলুল করিম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মূলতঃ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লীর জনগণের আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণাসহ পল্লী উন্নয়ন সংশিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মুখ্য কার্যক্রমঃ

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময় অর্থাৎ বিগত ০১/০১/২০০৪ তারিখে পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Allocation of Business সংশোধন করা হয়। Allocation of Business অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মুখ্য কার্যক্রমসমূহ নিুরূপঃ-

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ণ;
(২) সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রনয়ণ;
(৩) পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন;
(৪) ক্ষুদ্রঋণ এর মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষিঋণ, সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, সমবায় ব্যাংক, সমবায় ইন্সুরেন্স, সমবায় ভিত্তিক বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় এন্টারপ্রাইজ;
(৫) সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
(৬) প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের জন্য সুবিধাজনক মডেল উদ্ভাবন, সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তাকরণ;
(৭) বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের প্রশাসন;
(৮) অত্র বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন;
(৯) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমন্বয়;
(১০) জাতীয় সমবায় পুরস্কার এবং পল্লী উন্নয়ন পুরস্কার;
(১১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন;
(১২) সিরডাপ, নেডাক, এএআরডিও, আইসিও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ;
(১৩) অত্র বিভাগের সংগে সংশিষ্ট সকল আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।
(১৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনাসভা, সংলাপ এর আয়োজন করা;
(১৫) অত্র বিভাগের সাথে সংশিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান সংরক্ষন;
(১৬) আদালতের ফি ব্যতিত অত্র বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ফি আদায়।

২০০৩-২০০৪ সালে পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) **চর জীবিকায়ন প্রকল্পঃ** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫% চরাঞ্চলে বাস করে। তাদের শতকরা ৮০% চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। বর্তমান সরকার চরাঞ্চলসহ দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। এ প্রেক্ষাপটে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত চরাঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় ১৪৯টি ইউনিয়নে "চর জীবিকায়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৮ই আগষ্ট, ২০০৪ এ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া চত্বরে এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করেন। প্রকল্পটি ব্রিটিশ সরকারের (ডিএফআইডি) ৪৬৫.৭২ কোটি টাকা অনুদানসহ মোট ৪৭৫.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ বছর (জুলাই ২০০৩ হতে জুন ২০১১) মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূচীটি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে শুরু হলেও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার কারণে মাঠ পর্যায়ের কাজ মার্চ,২০০৫ হতে শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৬০০ জন দরিদ্র চরবাসীর বাড়ী উঁচু করা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ৭০০টি টিউবওয়েল এবং

উন্নতর স্বাস্থ্য সেবার জন্য ২০০০ জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া যোগাযোগের সুবিধা উন্নতর করার লক্ষ্যে প্রায় ১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২৬৫ জন ক্ষুদ্র চাষীকে উন্নত জাতের বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৬২৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচী এলাকার ২৪৩৯৮টি গো-মহিষাদি এবং ৭৩৮৪৬টি মোরগ ও মুরগীকে টিকাদান করা হয়েছে। তা ছাড়া ৪৬ জন বেকার যুবককে টিকাদান বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। মাছ চাষের জন্য ৯৫০টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের চরাঞ্চলের জনগণের দারিদ্র্যতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে চলছে।

(২) কর্মসূচী ভিত্তিক কার্যক্রমঃ পল্লীর জনগণের বৃহদাংশ হলো ক্ষুদ্র চায়ী, বর্গা চাষী, মহিলা ও বিত্তহীন মানুষ। গ্রামাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন কল্পে গতানুগতিক ধারার বাইরে এ বিভাগের অধীনে বিআরডিবি বিভিন্ন কর্মসূচী ভিত্তিক কার্যক্রম প্রবর্তন করেছে। এই কার্যক্রম গ্রামীণ জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, পরিবেশ, স্যানিটেশন সুবিধা সৃষ্টিসহ পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক অবদান রাখবে।

(৩) আবর্তক ঋণ তহবিলঃ কৃষিজ উৎপাদন তথা জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র কৃষক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অত্র বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন বোর্ড ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ সরবরাহসহ সকল প্রকার সহায়তাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৬৩-১৯৬৪ সন থেকে সরকারী অর্থানুকূল্যে তদানিন্তন কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পরে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এর আওতায় ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করা হয় এবং তা ১৯৭২-১৯৭৩ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৭৩-১৯৭৪ সন থেকে সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে ইউসিসিএ এর ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। তবে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার কারণে কৃষকদের ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষকগন নিঃস্ব এবং আগাম দারিদ্রের কবলে পড়ছিল অন্যদিকে ইউসিসিএ এর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছিল। ইউসিসিএ এর কার্যক্রম সচল করার লক্ষ্যে আবর্তক কৃষিঋণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণের জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিল বাবদ ১১৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া ইউসিসিএ এর কর্মচারীদের স্যালারী সাপোর্ট বাবদ আরো ৪.৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এর ফলে ইউসিসিএ গুলো সচল হয়েছে এবং সমবায়ী ক্ষুদ্র কৃষকগণ যথাসময়ে চাহিদামত ঋণ পাচ্ছে যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(৪) বৃক্ষরোপন কর্মসূচীঃ জাতীয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সরকার ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে মোট ৯২.৪৪ লক্ষ বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপনের দায়িত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং সমবায় অধিদপ্তরের সমিতির/সমবায়ীদের নিজস্ব জায়গায়, বসতবাড়ীর আংগীনায়, পুকুর পাড়ে, সমিতির আওতায় রাস্তার দুপাশে, কৃর্তপক্ষের অনুমতিক্রমে স্থানীয় স্কুল, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, কলেজ, ক্লাব, প্রাঙ্গনে এবং বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা অফিস চত্বরে এসব চারা রোপন করা হয়। বিগত অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনের বিবরণী নিম্নরূপঃ

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/বোর্ড	২০০৪-২০০৫ বছরের রোপিত ও জীবিত বৃক্ষের সংখ্যা							
	ফলজ		বনজ		অন্যান্য		মোট	
	রোপিত	জীবিত	রোপিত	জীবিত	রোপিত	জীবিত	রোপিত	জীবিত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিআরডিবি ঢাকা	২৮৬৬৬৯৬	২৪২৭৭২৭	২১৫০৩১০	২০৫৩৪২২	১৫২৫০১৯	১৩৮৭১৩২	৬৫৪২০২৫	৫৮৬৮২৮১
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	১১৬৭৮৮০	৯৫৬৬৩৫	৯৯৫৯২৫	৭৯৯৭৩২	৪৬৯৮৩৭	৩৭৫৬৪০	২৬৩৩৬৪২	২১৩২২০০৭
বার্ড, কুমিল্লা	২১৭৫৪	২১৭৩৫	৯১৪২	৯০৬৯	৩৮৭০	৩৮৭০	৩৪৭৬৬	৩৪৬৭৪
আরডিএ, বগুড়া	১৭৫২৩	১৭১৪০	১৩৫৫২	১২৭৭৬	২১০৮	২০০৯	৩৩১৮৩	৩১৯২৫
সর্ব মোট =	৪০৭৩৮৫৩	৩৪২৩২৩৭	৩১৬৮৯২৯	২৮৭৪৯৯৯	২০০০৮৩৪	১৭৬৮৬৫১	৯২৪৩৬১৬	৮০৬৬৮৮৭

(৫) সমবায় শতবর্ষ উদযাপনঃ তৎকালীন পাক–ভারত উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। ইতোমধ্যে সমবায় আন্দোলন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সমবায় শতবর্ষপূর্তি যথাযথভাবে উদযাপন করেছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিগত ৩১/০৩/২০০৫ইং তারিখে মিরপুর ইনডোর ষ্টেডিয়ামে সমবায় শতবর্ষপূর্তি,২০০৫ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন । এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে ৭ দিন ব্যাপি আয়োজন করা হয়েছিল সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান কর্মসূচী, সমবায় মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা। বিভিন্নস্তরের সমবায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সমবায়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানটি সমবায়ের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

(৬) সমবায় ব্যাংককে তফসিলী ব্যাংকে রূপান্তর সংক্রান্তঃ জুলাই, ২০০৩ এ সরকার বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে সমবায় সেক্টরের জন্য একটি তফশিলী ব্যাংক হিসেবে চালু করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমবায় ব্যাংক একটি তফসিলী ব্যাংকে রূপান্তর প্রক্রিয়া ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরেও অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে তফশিলী ব্যাংকে রূপান্তর করে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুযোগ দেয়া হলে সমবায় কৃষি খাতে পুঁজি প্রবাহ সৃষ্টিসহ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

(৭) বিসিএস(সমবায়) ক্যাডারের বিদ্যমান মোট পদ অপরিবর্তিত রেখে রাজস্ব বাজেটের উচ্চতর ৩টি স্তরে অস্থায়ীভাবে পদ সৃজনঃ বিসিএস(সমবায়) ক্যাডারে বিভিন্ন স্তরে মোট পদসংখ্যা ১৮৯টি। কিন্তু উচ্চতর স্তরে পদসংখ্যা কম থাকায় পদোন্নতির সুযোগ ছিল তুলনামুলকভাবে কম। এ সমস্যা দূরীকরনের লক্ষ্যে ক্যাডারের বিদ্যমান মোট পদ অপরিবর্তিত রেখে এবং সহকারী নিবন্ধকের ২৩টি পদ বিলুপ্ত করে রাজস্ব বাজেটের উচ্চতর ৩টি স্তরে তেইশটি পদ (অতিরিক্ত নিবন্ধক ১টি, যুগ্ম-নিবন্ধক ৩টি, উপ-নিবন্ধক ১৯টি) অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।

(৮) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক পরপর চার পর্যায়ে বাস্তবায়িত 'ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচী' শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপনান্তে বিদ্যমান সম্পদ ও দায়দেনাসহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে 'লাইসেন্স' এবং যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রুপান্তর করা হয়। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত পরিবারের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগই ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণীভুক্ত। বিদ্যমান দারিদ্র্যায়ন প্রক্রিয়ায় 'ক্ষুদ্র কৃষক' পরিবারসমূহ প্রতিনিয়ত 'ভুমিহীন' পরিবারে পতিত হওয়ার হুমকির সম্মুখীন। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' গঠন বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও সাফল্য হিসাবে বিবেচ্য। ফাউন্ডেশনের আওতায় বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ৩০টি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে

২৩৫.৫৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং একই সময়ে ৩৪১.১২ লক্ষ টাকার ঋণ আদায় করা হয়। ফাউন্ডেশনের বর্তমান সুফলভোগী সংখ্যা ৪৫,১৮৬ জন এবং এর শতকরা ৫১ ভাগ মহিলা। চলতি (২০০৫-২০০৬) অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরো ৩০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

(৯) **উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ** ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে মোট ৪৪৮৯টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় এর বিপরীতে নিষ্পত্তি হয় ৩১২৩টি। উত্থাপিত অডিট আপত্তির সাথে মোট আর্থিক সংশ্লেসের পরিমান ৩৮০৮.০০ লক্ষ টাকা।

(১০) মাসিক সমন্বয় সভাঃ এ বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় বিগত (২০০৪-২০০৫) অর্থ বছরে এ বিভাগে ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১১) মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভাঃ এ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে এ বিভাগে সর্বমোট ১২টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় প্রকল্পে অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে বিগত অর্থ বছরে এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের (৯২%) অগ্রগতি উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

(১২) প্রশিক্ষণঃ ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে এ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উলেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মেয়াদ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে গ্রহণ করেছেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহঃ-

ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি);
খ) সমবায় অধিদপ্তর;
গ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা;
ঘ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ।

অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

(১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট;
(২) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ;
(৩) নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী;
(৪) টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ, টাংগাইল্;
(৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা;
(৬) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মুক্তাগাছা;
(৭) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মৌলভীবাজার;
(৮) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফেনী;
(৯) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, রংপুর;
(১০) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনা;
(১১) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর;
(১২) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, বরিশাল;
(১৩) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, নওগাঁ;
(১৪) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া ।

বিআরডিবি'র কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিয়োজিত দেশের একক বৃহত্তম সরকারী প্রতিষ্ঠান। ষাটের দশকে উদ্ভাবিত কুমিল্লা সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (সিডিআইআরডিপি), সত্তরের দশকের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) আশির দশকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নামে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮২ সনে একটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে আইআরডিপি'কে বোর্ডে রূপান্তরিত করা হয়। বোর্ডের নীতি নির্ধারণ, কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারকীর জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। বোর্ডের কাঠামোতে ৫টি বিভাগ রয়েছে। যেমন- (১) সরেজমিন, (২) পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ, (৩) প্রশিক্ষণ, (৪) প্রশাসন ও (৫) অর্থ ও হিসাব বিভাগ। জেলা পর্যায়ে এক জন উপ-পরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন অফিসার তাদের অধিনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রম মাঠে বাস্তবায়ন করে।

২। বিআরডিবি'র দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

বিআরডিবি দেশের ৪৬৫টি উপজেলায় ৬৬০টি কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আশির দশকের শুরুতে রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ত্রি-বিধ দায়িত্ব গ্রহণ করে, যা নিম্নরূপঃ-

ক) কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম;
খ) উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;
গ) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

পল্লী এলাকার কৃষক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি, অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে বোর্ড তার উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংগঠিত সমবায় সমিতি/দলের সদস্য/সদস্যাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজিগঠন, সেচ উপকরণ সরবরাহ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, আত্ন কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা, নারীর অধিকার, বনায়ন ও নার্সারী, উন্নত চুল্লীর ব্যবহার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে অংশীদারিত্ব মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে বোর্ড দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করছে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর অবর্তমানে এবং অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে বিআরডিবির সার্বিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারী দিক নির্দেশনার অভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির ঝিমিয়ে পড়া কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয় ২০০১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বিআরডিবির সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য ২০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা করেন। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে বিআরডিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচী ঃ ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচীর আওতায় ৭৪২টি নতুন কৃষক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে যাতে নতুন সদস্য ভর্তি হয়েছে ৩৪৫৭১ জন। সঞ্চয় ও শেয়ার জমার পরিমান যথাক্রমে ৬৯০.১৮ লক্ষ টাকা ও ৮৩১.৪৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সময়ে কৃষি ঋণ হিসেবে বিতরণের পরিমান ছিল ১০১৮৪.৪২ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৬২৯২.১৬ লক্ষ টাকা। বিগত ৩ বছর বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচীর কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
১	ইউসিসিএ গঠন	-	-	-	৪৫০ টি
২	কৃষক সমবায় সমিতি গঠন	২৮৯	৫৭৯	**৭৪২**	৫৯,৯৫৯ টি
৩	সদস্য (কেএসএস) ভর্তি	১১,৯৭২	২৮,৮৯৫	**৩৪,৫৭৪**	২১,০৪,৯১১ জন
৪	শেয়ারজমা (কেএসএস) (লক্ষ টাকা)	১০৩.৮৩	২২২.৬৩	**৭৬৩.৯৩**	৪,৩৬৭.০৮
৫	সঞ্চয় জমা (কেএসএস) (লক্ষ টাকা)	৩৪৭.৪০	৩৮১.৩৬	**৬৯০.১৮**	৬,৩৬৭.৫৯
৬	কৃষি ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩,৩৪৮.২৭	২,৬১৪.০০	**১০,১৮৪.৪২**	১,০৭,৫৯৬.৪২
৭	কৃষি ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৫,৩৬৫.৬০	৪,৪০২.০৭	**৫,৮২৫.৯২**	৮৪,৭৬৩.০১
৮	কৃষি ঋণ আদায়ের হার	৮৫%	৬২%	**৫২%**	৮৬%

বিঃদ্রঃ বন্যাজনীত কারণে সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষি ঋণ আদায় স্হগিত থাকায় আদায় কম হয়েছে।

তাছাড়া এ পর্যন্ত বিআরডিবির আওতায় ১৮৪৬০টি গভীর নলকুপ, ৪৪৫২৩টি অগভীর নলকুপ, ১৯৪০৫টি শক্তিচালিত পাম্প ও ২৭৩০০০টি হস্তচালিত পাম্প স্হাপন / বিতরণ করা হয়েছে।

বিআরডিবি'র সমপ্রসারন কর্মকান্ড ঃ বিআরডিবির সম্প্রসারন শাখা কর্তৃক বিগত তিন বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন সম্প্রসারন কর্মকান্ডের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

ক্রঃ	কার্যক্রম	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
১।	বৃক্ষরোপন(গাছের চারা রোপন)	১১৪.৮৬ লক্ষ	১৬২.৫০ লক্ষ	৬৫.৪২ লক্ষ	৩৪২.৭৮ লক্ষ
২।	মৎস্য চাষ উন্নয়ন (মাছের পোনা ছাড়)	১,০২৫.৩০ লক্ষ	৯৮৫.৪০ লক্ষ	৯৪.৫৫ লক্ষ	২,১০৫.২৫ লক্ষ
৩।	গৃহপালিত পশু পাখির টিকাদান	১৫৮.৮২ লক্ষ	১৩০.৫৪ লক্ষ	১১৫.২৪লক্ষ	৪০৪.০৬ লক্ষ
৪।	জলাবদ্ধ পায়খানা স্হাপন	১০,৮৯২ টি	১,৩০,৯১৮ টি	১,০৫,৯৮০টি	২,৪৭,৭৯০ টি
৫।	উন্নত চূলা তৈরী ও সম্প্রসারন (চূলা তৈরী ও ব্যবহার)	১৩,৮৪০ টি		১৬,৬২০টি	৪৫৭৪২ টি
৬।	নারিকেল চারা রোপন কর্মসূচী	-	৫,৫০,৪৭৩টি	-	৫,৫০,৪৭৩ টি
৭।	শ্রীলংকান টলভ্যারাইটি নারিকেল চারা রোপন	-	-	২০০টি	২০০ টি

৩।   **বিআরডিবি'র বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ**

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড তার মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি এডিপি'র মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাছাড়া বোর্ড বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের/ কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করছে। বিআরডিবি'র উলেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পঃ** মোট ৩৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ১৪৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০০৭.০০ লক্ষ টাকা) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম জেলার ১৫২টি উপজেলায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুফলভোগীদের আনুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে ইউসিসিএ এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ঋণ প্রদান ও সুফলভোগীদের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান অংগ সমূহ হচ্ছে (১) ইউসিসিএ এর মাধ্যমে গ্রুপ গঠন (২) সঞ্চয় (৩) ক্ষুদ্রঋণ (৪) প্রশিক্ষণ (৫) ইউসিসিএ ভবনের অবকাঠামো উন্নয়ন।

বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরন	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	ক্রমপুঞ্জিত
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	১,৭৬১	৮৩৮	১,১৮৯	১৬,২২৯ টি
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	৬৯,৪৪৭	২৭,৯৩৪	৪৩,৫৮৭	৪,৯৯,৪৯০ জন
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	৪৯৫.৬৬	৫৬২.৪১	৫৭২.২২	১,৬৩০.২৯
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	১১,৫৬৩.১২	১,৪২৪১.৮৯	১৫,৭০২.০১	৪১,৫০৭.০২
আদায় যোগ্য ঋণ (লক্ষ টাকা)	১০,৬২২.৪৭	১৪,৪২৫.৫০	১৭,১৩৭.৮৩	৪২,১৮৫.৮০
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯,০৪২.৮১	১২,৩৮৮.৫৫	১৩,৯৭৮.৬২	৩৫,৪০৯.৯৮
ঋণ আদায়ের হার	৮৫%	৮৬%	৮২%	৮৪%
প্রশিক্ষন (উপকারভোগী ও মৌলিক)	৫৬,৩৭৩	৭৫,১১৪	৬৪,৮৯৩	১৯,৬৩৮০ জন

(২) **পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (পদাবিক)ঃ** পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (পদাবিক) সরকারী অর্থায়নে বাপউবো'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি সফল প্রকল্প। ১৯৯৩ সালের ১লা জুলাই হতে এই প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশের ১২৩টি উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০০৫ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক (মহিলা/পুরুষ) দলে সংগঠিত করে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। বিগত জুন, ২০০৫ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকার ১৫,৯১০ টি দলের ৪১৬.৬৫৫ জন সদস্য/সদস্যাদের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ প্রকল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব রেখেছে। বিশেষ করে ২,৭৩,০৪৫ জন মহিলা সদস্য তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

বিগত ৩ অর্থ বছরে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় সম্পাদিত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরন	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	৬৩৪	৯৯৭	১,১১৯	২,৭৫০ টি
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	২৯,৬৭১	৪৩,১৬১	৪৭,৫৪৬	৭২,৮৩২ জন
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	৮২৪.৪৪	১,১১০.৪৭	৯২৪.৭৭	২,৮৫৯.৬৮
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	৭,৬৯৩.৪৬	৯,১০২.৪৯	১১,৬০২.১৭	২৮,৩৯৮.১২
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	৮,৬৯৩.৯০	১০,১৭০.৩৫	১১,১৭০.৪৪	৩০,০৩৪.৬৯
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৭,৯৬৬.০৪	৮,৬৩৯.০২	৯,৪০৫.১৬	২৬,০১০.২২
ঋণ আদায়ের হার	৯২%	৮৫%	৮৪%	৮৭%
প্রশিক্ষন (উপকারভোগী)	৪২,৩৬৪	৬০,৮২৫	৩৮,৪০০	১,৪১,৫৮৯ জন

(৩) **পল্লী প্রগতি প্রকল্পঃ** পল্লী প্রগতি প্রকল্পটি (পপ্রপ্র) সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি দেশের ৪৬৫টি উপজেলার প্রতিটিতে একটি করে ইউনিয়নে অর্থাৎ মোট ৪৬৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪,১০৭,৩৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ/ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১১,৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০০ - জুন, ২০০৭ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল উদেশ্য হচ্ছে- ক্ষুদ্র ঋণ /ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সকল কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।

বিগত অর্থ বছরে পল্লী প্রগতি প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরন	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	২,৬৮৫	৩,৫৭৩	৬২৯	৬,৮৮৭ জন
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	৬৩,৪২৯	৯০,৫৮৩	১৫,৬৮৩	১,৬৯,৬৯৫ জন
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	৯.৩৯	২৪৩.১০	২৫৭.২৬	৫০৯.৭৫
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	১৪৬.৬২	৩,৪৫৭.০৬	৪,৭৫৫.৪৪	৮,৩৫৯.১২
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	-	১,৫৫৫.৯৪	৩,৬৩০.৫৮	৫,১৮৬.৫২
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১,২৮৬.০৭	৩,২৮৮.২২	৪,৫৭৮.৮৮
ঋণ আদায়ের হার	-	৮৩%	৯১%	৮৮%
প্রশিক্ষন (অবহিতকরণ)	১,০০০	৬৪,৮৬৪	৭,০০০	৭২,৮৬৪

(৪) **লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প ঃ** জাইকার আর্থিক সহায়তায় ৯৩৯.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (৫৮.৭২ লক্ষ টাকা জিওবি এবং ৮৮১.১৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যে) টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলায় এপ্রিল, ২০০০ - জুন ২০০৪ মেয়াদে "পার্টিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পিআরডিপি)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল (১) যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি ও জোরদার করনের মাধ্যমে জবাবদিহীতা ও সচ্ছতা নিশ্চিতকরন; (২) স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরন ও সামাজিক পূঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান; (৩) সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারী পক্ষ সমূহের মধ্যে সমান্তরাল ও রৈখিক যোগাযোগ সৃষ্টি ও জোরদারকরন; (৪) সমাজের জনগণ কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রঅবকাঠামো স্কীমের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আর্থিক ও ব্যক্তিগত ভাবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

জাইকার আর্থিক সহায়তায় জুন ২০০৫ হতে ৫ বছর মেয়াদী "পার্টিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট- ২য় পর্যায়" প্রকল্প গ্রহনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং সমাপ্ত ১ম পর্যায়ের প্রকল্পে সৃষ্ট কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০০৪-২০০৫ র্অথ বছরে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যায়ে ১ বছর মেয়াদী " লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে " লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে। ।

(৫) <u>এ্যাডভোকেসী অন রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ এ্যান্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কোঅপারেটিভসঃ</u>
পল্লী সমবায়ের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকার একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠির জন্য গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, সুসমন্বিত পরিবার কল্যাণমূলক শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এর উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর আর্থিক সহায়তায় ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্নটাই প্রকল্প সাহায্য) প্রাক্কলিত ব্যায়ে জানুয়ারী ২০০৩ হতে ডিসেম্বর, ২০০৫ তিন বছর মেয়াদে দেশের ৫৯টি জেলার ২৯৯টি উপজেলায় "এ্যাডভোকেসী অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার থ্রো রুরাল কোঅপারেটিভ" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এ্যান্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

কর্মকান্ডের বিবরণ	২০০২-২০০৩		২০০৩-২০০৪		২০০৪-২০০৫		মোট	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
নীতি নির্ধারকগনের সেমিনার	-	-	২৫	-	২৫	২৫ ১০০%	২৫	২৫ ১০০%
পাঠ্যসূচী ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রনয়ন ও পর্যালোচনা কর্মশালা	-	-	২০	-	২০	২০ ১০০%	২০	২০ ১০০%
রিভিউ ও মনিটরিং	৭৪৭৫	৭৪১১ ৯৯%	৪০৮০০	৪০৭৬০ ৯৯.৯০%	১৯০০০	১৮৯৮০ ৯৯.৮৯%	৬৭২৭৫	৬৭১৫১ ৯৯.৮১%
স্বদেশে ষ্ট্যাডি টুর	-	-	২৯৯	২৪০ ৮০%	৩৫০	৩৭০ ১০৫%	৬৪৯	৬১০ ৯৩.৯৯%
প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩০০	১৪৭৩ ১১৩%	১২৬২০	১২৫১৭ ৯৯%	১০০০০	৯৯০০ ৯৯%	২৩৯২০	২৩৮৯০ ৯৯.৮৭%
জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা	২	-	৬	৫ ৮৩%	৪	১ ২৫%	১২	৬ ৫০%
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	৩	৩ ১০০%	৩	৩ ১০০%

(৬) **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিআরডিটিআই), খাদিম নগর, সিলেটঃ** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিআরডিটিআই), খাদিমনগর, সিলেট এর বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ, নতুন অবকাঠামো সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে ইনষ্টিটিউটকে আরো শক্তিশালী করা এবং ইনষ্টিটিউটে অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকান্ড পরিকল্পনার লক্ষ্যে মোট ৫৬১.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০০ জুন, ২০০৪ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিআরডিটিআই ক্যাম্পাসে ৬০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম নির্মানের নিমিত্তে ৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে অডিটরিয়াম নির্মাণ কর্মসূচীর জন্য সরকারের রাজস্ব খাত হতে অনুদান হিসেবে ২০০.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। অডিটোরিয়াম নির্মাণ কাজ চলছে।

(৭) **সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক)ঃ** বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সম্পূর্ণ সরকারী অর্থানুকূল্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর উপর অর্পিত হয়েছে। দেশের ১৭টি জেলার অধীনস্থ ১৩৯টি উপজেলার ১৩২৭টি ইউনিয়নে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) এর কার্যক্রম গত ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্যেঃ পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠিকে (পুরুষ ও মহিলা) অনানুষ্ঠানিক দলভূক্ত করে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবন যাত্রার গুনগত মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সহায়ক পুঁজি গঠন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও আস্থা বৃদ্ধি করাই কর্মসূচীর মুল উদ্দেশ্য।

কার্যক্রমঃ এ কর্মসূচীর জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত ক্ষুদ্র ঋণ তহবিলের ২৮.১৫ কোটি টাকা উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচীর সুফলভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ২ (দুই) বছরে কর্মসূচীর অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরন	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	মোট
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	৭৭৩	১৭৫৬	২৫২৯
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	১৮১৫১	৪০৬৯৭	৫৮৮৪৮
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	১৫.২৭	২২৬.১৪	২৪১.৪১
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	৩০৬.৬০	২৮১৫.০০	৩১২১.৬০
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	১২.৫৭	১০৬৪.৩৫	১০৭৬.৯২
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১১.৭৪	১০২৩.৪৪	১০৩৫.১৮
ঋণ আদায়ের হার	৯৩.৪০%	৯৬.১৬%	৯৬.১২%
প্রশিক্ষন	-	-	-

(৮) **দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান কর্মসূচী (দাবিমআক)ঃ** মহিলা জনগোষ্ঠির বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ন করে তাদের দারিদ্র বিমোচন ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০০৩ পর্যন্ত বৃহত্তর যশোর জেলার (যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও মাগুড়া) ২১টি উপজেলায় দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্নকর্মসংস্থান (দমআক) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর জুলাই, ২০০৩ হতে বৃহত্তর পরিসরে দেশের ৬৩টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও জীবন যাত্রার গুণগত মানোন্নয়নই কর্মসূচীটির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচীতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে শুধুমাত্র আবর্তক ঋণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। ঋণের সেবামূল্য হতে এই কর্মসূচীর জনবলসহ অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ঋণ তহবিল খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০.০০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে প্রাপ্তি ২৮.৫০ কোটি যার পুরোটাই ঋণ কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে।

বিগত ২ (দুই) বছরে) দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান (দাবিমআক)কর্মসূচীর অগ্রগতি নিুরুপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরণ	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	২১৩১	৩৬০২	৫৭৩৩ টি
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	৩৫২৭৩	৮০৬৪২	১১৫৯১৫ জন
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	১৯.০৮	২৯০.১৯	৩০৯.২৭
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	৯৭৬.০০	২৯১৭.৭২	৩৮৯৩.৭২
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	-	১০৩২.০০	১০৩২.০০
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	৮৮৩.২৯	৮৮৩.২৯
ঋণ আদায়ের হার	-	৮৫.৫৯%	৮৫.৫%
প্রশিক্ষন	-	৫৬০	৫৬০ জন

(৯) ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গা চাষী উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড শুরু থেকেই ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক চাষীদের গ্রাম ভিত্তিক কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের পাশাপাশি উলেখযোগ্য সংখ্যক চাষী অন্যের জমি চাষ করে যাদেরকে বর্গাচাষী বলা হয়। দেশের মোট চাষীর তুলনায় অনুরূপ চাষীদের সংখ্যা প্রচুর হলেও এদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকায় গত দশকের (১৯৯০-২০০০) প্রথমার্ধ থেকে ক্ষুদ্র কৃষক বর্গাচষীদের প্রতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। প্রথমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিবর্তে রাজস্ব বাজেটের আওতায় "ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচী" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিন বছর মেয়াদী এ কর্মসূচীর কার্যক্রম ২০০৩-২০০৪ আর্থিক বছরের শেষ প্রান্তিক থেকে হয়।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীগণের কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি, আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান অংগ হচ্ছেঃ (১) সংগঠন, (২) সঞ্চয়, (৩) ক্ষুদ্রঋণ, (৪) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড এবং (৫) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেবা ও সহায়তা প্রদান।

২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচষীদের মাঝে ৩০.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ২ (দুই) অর্থ বছগুলর ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরন	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	১১৮৪	৪২৬৭	৫৪৫১
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	২৬৪৫৪	৯৩৮৮১	১২০৩৩৫
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	৪৬.০৭	৫৫১.৯৮	৫৯৮.০৫
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	৬১৪.৪৪	৪৫৭৬.৪৬	৫১৯০.৯০
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	৩৮.৩৭	২১২০.৪৪	২১৫৮.৮১
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৩.৩৭	১৮০৯.৩০	১৮৪২.৬৭
ঋণ আদায়ের হার	৮৬.৯৭%	৮৫.৩৩%	৮৫.৩৬%
প্রশিক্ষন	-	-	-

(১০) <u>অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী ঃ</u> মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যে সব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নানা কারণে বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রাধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-কর্মসংস্হান কর্মসূচী" শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বিআরডিবি দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৪টি উপজেলার তালিকাভূক্ত মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ১ম ও ২য় কিস্তিতে মোট ১২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিতরণের উদ্দেশ্যে ছাড় করা হয়েছে এবং বিতরণ অব্যাহত আছে।

বিগত ২ অর্থ বছরে অসচ্ছল মুক্তিযাদ্ধা ও তাদর পোষ্যদর জন্য প্রশিক্ষণও আত্মকর্মসংস্হান কর্মসূচীর অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরণ	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
দল গঠন(সংখ্যা)	৫৬২	৪৩৪	৯৯৬
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	৩৩১১৪	৮৫৪২	৪১৬৫৬
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	-	১০১৬.৪৫	১০১৬.৪৫
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	-	১৭০.৭৬	১৭০.৭৬
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	৪৫.৭৯	৪৫.৭৯
ঋণ আদায়ের হার	-	২৬.৮২%	২৬.৮২%
প্রশিক্ষন	১৬৭০৬	৯৪৪৮	২৬১৫৪

(১১) <u>আরডি-৫ (পিইপি)ঃ</u> মোট ৮৮৭৯.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সিডার আর্থিক সহায়তায় (জিওবি ৩৮৩৫.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫০৪৩.৯৩ লক্ষ টাকা) বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ২৭টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই, ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৩ পর্যন্ত। গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠির আয়বৃদ্ধি ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন, ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের মাধ্যমে এটিকে একটি স্থায়ী কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান বাস্তব অঙ্গ হচ্ছে- (১) গ্রুপ গঠন (২) সঞ্চয় জমা (৩) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ (৪) প্রশিক্ষণ (৫) আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (৬) সামাজিক উন্নয়ন এবং (৭) জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট। জুলাই, ২০০৩ থেকে এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে উৎপাদনমুখী কর্ম.ংস্হান কর্মসূচী (পিইপি) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

কর্মকান্ডের নাম/বিবরন	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	মোট
সমিতি গঠন(সংখ্যা)	৮৮১৭	৮৯৭৪	৯২৮২	২৭০৭৩ টি
সদস্য অন্তভূক্তি (জন)	১৮৩০২০	১৮৭৬০৫	১৯৪৮৬৪	৫৬৫৪৮৯ জন
সঞ্চয় জমা(লক্ষ টাকা)	১৯৭৬.০৯	২১১৫.৩২	২২৪৫.৩৯	৬৩৩৬৮.০০
ঋণ বিতরন(লক্ষ টাকা)	৬১৭৪.১০	৮৪৪২.৩৪	৮৫১০.৯৮	২৩১২৭.৪২
ঋণ আদায় যোগ্য (লক্ষ টাকা)	৬২১০.৯৭	৮৩৬৯.৫৪	৮৭৮৬.৬৮	২৩৩৬৭.১৯
ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৫৭৯৮.৮৫	৭৯৯১.১২	৮৩৭৮.৫২	২২১৬৮.৪৯
ঋণ আদায়ের হার	৯৩.৩৬%	৯৫.৪৮%	৯৫.৩৫%	৯৪.৮৭%
প্রশিক্ষন (উপকারভাগী)	১৯২০৯	২০৯১৮	১৯৭৪১	৫৪১৫১৮

৪ । বিআরডিবি'র ভবিষ্যত কার্য্যক্রমের রুপরেখা ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিত তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি PRSP চূড়ান্তকরণ ও মিলেনিয়াম ঢেরসভমেন্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে ঃ

(১) উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু জনগন তথা প্রতিটি পরিবার । গ্রামের অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠিক সংগঠিত করে হলোষ্টিক এপ্রাচে উন্নয়ন কার্যএম বস্তবায়ন করা **Frontal attack On Poverty** নীতি গ্রহন ;

(২) অভিষ্ট জনগোষ্টির সুপ্ত শক্তি, প্রতিভা ও সক্ষমতার বিকাশ সাধন, মনমানসিকতা ও স্পৃহার উজজীবন মারফত ইতিবাচক প্রতিবর্তনে সহায়তা করা এবং নারী পুরুষ বৈষম্য দুর করে আধুনিক মননশীলতায় জীবন যাত্রার মানউন্নয়ন করা,

(৩) পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্য্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু মৃত্যু প্রতিরোধমুলক বাবস্থা গ্রহন, এইচআইভি / এইডস এর কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশনা ।

দারিদ্র বিমাচনের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অগ্রাধিকার কর্মসুচীর আলোকে উন্নয়ন সংএান্ত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের উপর বিআরডিবি গুরুত্ব দিচ্ছ তা হলোঃ

কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামা উন্নয়ন । (রাস্তাঘাট,পুল কালভার্ট নির্মান)।

শিক্ষা উন্নয়ন সমবায় সংগঠন/অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য/সদস্যাদের মাঝে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার প্রসার।

আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প/কর্মসূচী হিসাবে অন্যান্য কার্যএমের মধ্যে ব্লাক বেংগল ছাগল পালন কর্মসূচী যা জাইকা সহায়তায় মেহরপুর জেলায় পরিচালিত হচ্ছে।

বনজ, ভেষজ, ফলজ, বৃক্ষ রোপন কর্মকান্ড, পরিচর্যা ও সামাজিক বনায়ন।

দারিদ্র বিমোচনে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপন ঃ

২০১৫ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা দাড়াবে প্রায় ২০ কোটি । তম্মধ্যে গ্রামীন জনসংখ্যা ১৫ কোটি যার সিংহভাগই ভুমিহীন । এ ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে বর্তমান ৩৮ লক্ষ সদস্য/সদস্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রায় ১ কোটিতে উন্নীত করলে এবং এ সকল সাংগঠনিক কাঠামোয় যুক্ত পরিবার ভিত্তিক পারিবারিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্যাকেজ প্রোগ্রামের অধীনে উন্নয়ন কার্যএম দ্বারা প্রায় ৫ কোটি (পরিবার প্রতি গড়ে ৫ জন সদস্য হিসাব) জনগনের মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা পৌছে দিতে পারে ।

(২) বর্দ্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষেত্র ত্বরান্বিত কৃষি উন্নয়ন ও সরকারের গৃহীতব্য কৃষি নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন পূর্বক বিপুল পরিমান বিদ্যমান সেচ যন্ত্রের অধীনে চাষাবাদকৃত কমান্ড এরিয়ার জমির পরিমান বর্তমানে গড় ৫০ একরের পরিবর্তে ১৫০ একরে পরিনত করে ৩ গুন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন, শস্য বহুমুখীকরণ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে বিশেষ অবদানসহ অ-প্রধান শস্য উৎপাদনে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন ।

(৩) বর্তমানে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা সংস্কার ও ভূমি জরিপ দ্বারা প্রতি ইঞ্চি জমির সঠিক সদব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহন করা।

বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আগামী দিনের নতুন প্রকল্প হিসাবে যে সকল প্রকল্প/প্রস্তাবনা চিন্তা ভাবনা করছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) পরিবার ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প;
(২) দারিদ্র্য বিমাচন, আয়বর্ধন ও আত্মকর্মসংস্থানে উন্নত পদ্ধতিতে ফল মূল, শাক-সবজী উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প;
(৩) পল্লী এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প;
(৪) পল্লী দারিদ্র্য ক্ষমতায়ন প্রকল্প;
(৫) কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প;
(৬) দারিদ্র্য বিমাচন, আয় বর্ধন ও আত্ম কর্মসংস্থানে উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালন প্রকল্প;
(৭) অংশীদারিত্বমুলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প;
(৮) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প ;
(৯) বাপউবোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদারকরণ এবং
(১০) **ICT** উন্নয়ন কর্মসূচী ।

সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

সুদীর্ঘ এক শতাব্দী যাবৎ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করছে। সমবায় বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল। সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইস্তেহারে সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমবায় ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই প্রতিফলন হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল সমবায়ীদের জাতীয় সমবায় পুরস্কার নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করে থাকে তা নিম্নরূপঃ-

১. সমবায় অধিদপ্তরের প্রশাসন পরিচালনা করা;
২. সমবায় সমিতি সমূহের বার্ষিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা;
৩. সমবায় সমিতি সমূহ নিবন্ধন করা;
৪. সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন করা;
৫. সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
৬. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির সদস্য ও বেতনভুক্ত কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৭. যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় আইন ও নিয়মাবলী সংশোধনের পরামর্শ প্রদান করা;
৮. সমবায় খাতের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ করা;
৯. সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
১০. সরকারের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও তার বাস্তবায়ন করা।

দেশে বর্তমানে (জুন, ২০০৫) নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৫০৯৬৪টি, তন্মধ্যে ২১টি জাতীয় সমিতি, ১০৮৬টি কেন্দ্রীয় সমিতি ও ১৪৯৮৫৭টি প্রাথমিক সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি গুলির সদস্যসংখ্যা ৭৭,৯১,৩২৮জন। সমিতি গুলো জুন, ২০০৫ পর্যন্ত ১০৬৪ কোটি টাকার বিভিন্ন তহবিল সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে সমিতি গুলোর কার্যকরী মূলধনের পরিমান দাড়িয়েছে প্রায় ৩১৭৫ কোটি টাকা।

২। বিগত ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

(১) নিয়োগঃ সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা ৪,৮৪৬টি। আলোচ্য অর্থ বছরের প্রারম্ভে ১০৭৩টি পদ শূন্য ছিল। সমবায় অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০০৪-২০০৫ সালে ৩১০ জনকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং আরো ২৫৪ জনকে নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

(২) সমবায় আইন, বিধি ও নীতিঃ সমবায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর পরিবর্তন করে সমবায় আইন ২০০১ জারী করার পর তা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে বিগত ১২/০২/২০০৪ ইং তারিখে এসআরও জারীর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ প্রকাশিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সমবায় নীতিমালা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৩) **সমবায় অডিটঃ** সমবায় সমিতির কার্যক্রমকে নিয়মতান্ত্রিক, জবাবদিহীমূলক ও ফলপ্রসু করার উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর সমবায় সমিতিগুলো অডিট করা হয়। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ২১টি জাতীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতির অডিট সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে অডিট শাখার তত্ত্বাবধানে, ১০৮৬টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অডিট ৪টি বিভাগীয় যুগ্ন-নিবন্ধকের কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং অবশিষ্ট ১,৪৯,৮৫৭টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট জেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা হয়।

(৪) **সমবায় সমিতি গোটানোঃ** বিগত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২) এর ৫৩ ধারা অনুযায়ী ১৬১৪৬টি অকার্যকর সমবায় সমিতি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে, ১৩৬৪৪টি সমবায় সমিতি অবসায়নে ন্যস্তকরণ ও ২৩০৭টি সমবায় সমিতি বাতিল ও গোটানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৫) **প্রশিক্ষণঃ** সমবায় আন্দোলন একটি আর্থসামাজিক আন্দোলন। সমবায় অধিদপ্তর এ আন্দোলনকে সার্থক ও ব্যপক জনগোষ্ঠীকে এ আন্দেলনের সাথে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করতে সমবায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত ৯টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এবং ৬৪টি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিটসমূহ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাধ্যমে সমবায় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ সম্পাদন করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের চিত্র প্রদান করা হলোঃ

(ক) **বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীঃ** বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টি ভংগীর উন্নয়ন এবং দেশের বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায়ী নেতৃবন্দের বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে হয়ে থাকে। তাছাড়া মাঝে মাঝে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী সংগঠনের সম্মেলন, কর্মশালা, আলোচনা সভা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ অত্র একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিগত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে ৫৯টি কোর্সের মাধ্যমে ১৮৭৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের হার লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ। বছর ভিত্তিক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা (%)	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা (%)
২০০২-২০০৩	৪৪	৮৪২	২৭ (৬১%)	৭৫৪ (৯০%)
২০০৩-২০০৪	৯১	১৬৩৪	৬২ (৬৮%)	১৫০৭ (৯২%)
২০০৪-২০০৫	**৮৮**	**২১৯৭**	**৫৯ (৬৭%)**	**১৮৭৮ (৮৫%)**

(খ) **আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউটঃ** মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে ৯টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউটে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের উন্নত পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপন সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নবনিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গত ২০০৪-২০০৫ইং বছরে ৯টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ১৪৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩৩২৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বছর ভিত্তিক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে ও প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা (%)	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা (%)
২০০২-২০০৩	১৯৮	৪০২৯	১৮৭ (৯৪%)	৩২৫৬(৮১%)
২০০৩-২০০৪	২৩০	৪৫৬৫	২১৮(৯৫%)	৪৩৩৫(৯৫%)
২০০৪-২০০৫	**১৮৯**	**৪১৩৬**	**১৪৮(৭৮%)**	**৩৩২৬(৮০%)**

(গ) **ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ** সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুযায়ী সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস-মুরগী, গবাদী-পশু পালন ও জাতীয় কর্মসূচী যেমন- বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব পালন করছে। গত ২০০৪-২০০৫ইং অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে ২,০৩,৩৮৭ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিগত ৩ বছরের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণ অগ্রগতির চিত্র ঃ

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
২০০২-২০০৩	১৮,৯৭৭	১৮৭৫৩	৯৮.৮২%
২০০৩-২০০৪	৩,৫২,৮০০	১,৬৬,৬৭৩	৪৭.২৪%
২০০৪-২০০৫	**৩,৫৮,৮০০**	**২,০৩,৩৮৭**	**৫৬.৬৯%**

(৬) **(ক) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্ক ভিটা)ঃ** বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্ক ভিটা) হচ্ছে একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দুগ্ধ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা ও উৎপাদিত দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ভুমিহীন, দরিদ্র কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়নের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৮৯৮টি। বিগত ৩ বছরে দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

রছর	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকা)
২০০২-২০০৩	৬৩০	৪৯,৩৩৭	২৫৭.৭৫
২০০৩-২০০৪	৭৯৭	৫৯,৭৭৩	৪০৮.৩০
২০০৪-২০০৫	৮৯৮	৬৫,৫১২	৪৪৯.০৩

বিগত ৩ বছরের প্রাথমিক সমিতি হতে দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমান ও মূল্য নিম্নে দেয়া হলো যা হতে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সাফল্য সহজেই অনুমেয়ঃ

রছর	দুগ্ধ সংগ্রহ(লক্ষ লিটার)	গড় মূল্য প্রতি লিঃ(টাকা)	মোট মূল্য প্রদান (কোটি টাকা)
২০০২-২০০৩	৫৬৮.৩৭	১৬.৯০	৯৬০৯.৪ ৫
২০০৩-২০০৪	৬২৭.৮৫	১৬.৮৮	১০৫৯৮.১১
২০০৪-২০০৫	৬৬৮.০২	১৭.৩৮	১১৬১০.১৯

বিগত ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে মোট ১৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। মিল্কভিটার কয়েক বছরের আয়-ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপঃ

বছর	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নীট মুনাফা
২০০২-২০০৩	১৫৯৬৩.৯৩	১৫৫১০.৮৯	৪৫৩.০৪
২০০৩-২০০৪	১৭৫৯৮.৫১	১৬৭১২.৪৭	৮৮৬.০৪
২০০৪-২০০৫	১৯০০৩.৮০	১৮৩৮৩.৮৮	৬১৯.৯২
মোট	৫২৫৬৬.২৪	৫০৬০৭.২৪	১৯৫৯.০০

বিশেষভাবে উলেখ্য যে, ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের আয়ের উপর ভিত্তি করে সমবায়ী প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ যাবতকালের রেকর্ড পরিমান সর্বোচ্চ লিটার প্রতি ১.১০ টাকা হারে সম্পূরক মূল্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত অর্থ বছরে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০০ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে সম্পৃক্ত দুগ্ধ পরিবহন, বিতরণ ও দুগ্ধ সংগ্রহ কাজে প্রায় ৩০০ জন এর কর্মসংস্থান হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইষ্ট পাকিস্তান প্রভিনসিয়াল কো-অপারেটিব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেম সমবায় ব্যাংক হিসেবে নামকরণ করা হয়। এটি একটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রামের মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উন্নতজাতের বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং প্রান্তিক চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এর মাধ্যমে গ্রামের কৃষি, ইক্ষুচাষী ও জমিবন্ধকী ব্যাংকের সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদন ও অদায় করে অসছে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর বিগত ৩ বছর ১৩৩৪৬৮ লক্ষ্য টাকা নীট লাভ করেছে। বিগত ৩ বছরের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ-

(লক্ষ টাকায়)

বছর	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মূলধন	তিবরণকৃত ঋণ	আদায়কৃত ঋণ (আসল)	নীট লাভ
২০০২-২০০৩	৫৩৬	১৯৫৬০.৮০	৭৭৮.২০	৭৫৮.৭৪	১৮১.৮৫
২০০৩-২০০৪	৫৩৬	১৯৮৮৬.২৫	১০২৯.০১	১১১২.৮০	৭৪৬.১৯
২০০৪-২০০৫	৫০০	১৯৮৪৯.৮৩	১১৭৮.০৯	১০৭৬.২১	৪০৬.৬৪

৩। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উলেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

(ক) সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প ঃ সমবায় খাতকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ৯.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য, পশু পালন, টেইলারিং, পোষাক ডিজাইন, মৃৎ শিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক পেশায় ৬৮৪৩ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকান্ডকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণ, কার্যকর ডাটাবেজ এম.আই.এস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নিজস্ব ওয়েব সাইট স্থাপন এবং সমবায় হিসাব, নিরীক্ষা ও অবসায়ন প্রক্রিয়া সরলীকরণের জন্য একটি বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তরে তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন অডিট ও হিসাব পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে সমবায় অধিদপ্তরের আধুনিক ব্যবস্থাপনা, ডাটা বেইস পদ্ধতি চালুসহ সমবায় অঙ্গনে প্রশিক্ষিত সমবায়ী সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে দারিদ্র বিমোচনে একটি দক্ষ জনশক্তি প্রবাহ সৃষ্টি হবে।

বিগত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ, উন্নত কুটির শিল্প, কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পেশাভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে ৩৯৪০ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ৪৯৩০ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

(খ) **সমবায় ভবন নির্মাণ কর্মসূচীঃ** শতবর্ষের পুরাতন বিভাগ হওয়া সত্বেও সমবায় অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। এর ফলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে সমবায় দপ্তরগুলো বিক্ষিপ্তভাবে থাকাতে সমবায়ীদেরকে কার্যকর সেবা প্রদান বিঘ্নিত হচ্ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে শের-ই-বাংলা নগরের সিভিক সেন্টারে ৯০ শতাংশ জমির উপর ২৯.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ১৬ তলা ভবনের ফাউন্ডেশনসহ ১০ তলা সমবায় ভবন নির্মাণ কাজ চলছে।

সমবায় অধিদপ্তরের জন্য নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ৬.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আশা করা যায় আগামী অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) শেষার্ধে ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মান কাজ সমাপ্ত হবে এবং তথায় সমবায় অধিদপ্তর স্থানান্তর করা হবে।

(গ) **মিল্ক ভিটার মাধ্যমে দুগ্ধ খাতের উন্নয়নঃ** দেশে দুধের চাহিদা পূরণের জন্য বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার দুগ্ধ বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর দিন দিন চাপ বাড়ছে এবং দেশীয় দুগ্ধ খাত নিরুৎসাহিত হচ্ছে। আমদানী নিরুৎসাহিত করে বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ কমানো এবং দেশীয় খাত বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অধিক পরিমান দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে শ্বেত বিপব ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সে লক্ষ্যে দেশের সর্ববৃহৎ দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিল্ক ভিটা ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রাকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ৩টি কারখানা স্থাপিত হওয়ায় বর্তমানে মিল্ক ভিটার দুগ্ধ কারখানার সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৭টিতে। মিল্ক ভিটার নিজস্ব ও সরকারী আর্থিক সহায়তায় শিবপুর-নরসিংদী, রামগঞ্জ-লক্ষীপুর, মৌলভীবাজার, খুলনা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চিরিরবন্দর, তাড়াস-সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, স্বরূপকাঠি, লালপুর-আহমেদপুর (নাটোর), ইত্যাদি এলাকায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানায় কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদন প্যান্ট স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। ঢাকা ও বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানায় ইউএইচটি দুগ্ধ প্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া প্রায় ৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার তেজগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় পরিসরে একটি ক্যান্ডি উৎপাদন প-ল্যান্ট স্থাপন এবং প্রায় ২৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানায় কনডেন্সড মিল্ক ক্যান উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত কাজ শেষ হলে দুগ্ধ খাতে আমদানী নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ কৃষিজ খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে। সমবায়ী কৃষকদের গাভীক্রয়ের জন্য বর্তমান সরকার মিল্কভিটাকে ৫% সেবামূল্যে আবর্তক ঋণতহবিল হিসাবে ৫.০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে যা প্রতিটি গাভী ক্রয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা করে ১৬৬৬ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে।

৪। **ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঃ**

(ক) সমবায় অধিদপ্তরের জনবলকে উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন কার্যালয়ের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করা এবং সমবায় অধিদপ্তরের জনবলের শূন্যপদ সমূহ পূরন, বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম সংশোধন এবং জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও সদরদপ্তর পর্যায়ের জনবল কাঠামোর আপগ্রেডেশন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।

(খ) সমবায়ের সুফল ও উপযোগিতা দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যে সমবায় প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারন ভিত্তিক প্রকল্পের পাশাপাশি কুমিলা জেলাধীন কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন , আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্য হ্রাসকরন কর্মসূচী গ্রহন করা হবে।

(গ) সমবায় সেক্টরে অর্থায়নের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে একটি পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন পূর্বক তহবিল সৃষ্টি প্রকল্প গ্রহন করা হবে। পরবর্তীতে স্ব-উদ্যোগী ও টেকসই/ সফল সমবায় সমিতির মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহন করা হবে।

(ঘ) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচন প্রকল্প্ যার মধ্যে রয়েছে দুগ্ধ বিপণন সম্প্রসারনের নিমিত্তে ৪টি বিভাগে ১টি করে ৪টি পাস্তুরাইজেশন দুগ্ধ কারখানা স্থাপনা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি সম্প্রসারনের সাথে সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশ তৈরীর জন্য পুরাতন ভবনটি ভেঙ্গে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মান। কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের অন্যান্য দুগ্ধ সমৃদ্ধ এলাকায় পর্যায়ক্রমে দুগ্ধ শীতলীকরন কেন্দ্র স্থাপন।

(ঙ) সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরন এবং সমবায়ের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্য বিমোচন শীর্ষক কর্মসূচী গ্রহণ । ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষন ইউনিটের কার্যক্রম তথা উদ্বুদ্ধকরন কর্মসূচী আরও জোরদার করা ।

(চ) আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নির্মান, নরসিংদী শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৪২.৭৯ লক্ষ টাকা । এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায় ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর, সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন এবং সমবায় বিষয়ক কর্মশালা, আলোচনা সভা, সমবায় নীতি নির্ধারণ, আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি ।

(ছ) আগামী জুন, ২০০৮ এর মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ‘‘সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)’’ প্রকল্পের সমবায় অধিদপ্তরের অংশের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত গ্রামবাসীদের গ্রামভিত্তিক একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে স্বচেষ্টা ও আত্ননির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সকল পরিবারের যুব-কিশোর, মহিলা ও পুরুষদের যোগ্যতা অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আয়-উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে অত্নকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচন করা ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। গ্রামের উন্নতির সঙ্গে নিহিত রয়েছে এ দেশের উন্নয়ন। অবহেলিত, বঞ্চিত গ্রামবাসীদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে ১৯৫০ দশকের শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পলী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের ভি-এইড কর্মসূচী ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। ভি-এইড কর্মসূচীর বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত জ্ঞান সম্প্রাসারণের লক্ষ্যে তদানিন্তন সরকার ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই একাডেমী বাস্তব প্রয়োজনে ভি-এইড কর্মসুচী থেকে বিযুক্ত হয়ে নিজস্ব পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনার মত ত্রিমুখী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এক অনন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কালক্রমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন সৃষ্টি, জাতিগঠনমূলক বিভাগের সাথে এর আন্তঃযোগাযোগ, সেচ, উন্নত বীজ, সারসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বার্থক সমবায় আন্দোলনের জন্য বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমী অর্জন করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর সমবায়, সেচ কর্মসূচী, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ইত্যাদি দেশের পলী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বার্ডের এ সকল কর্মসুচী নিজেদের দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করেছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমীর গবেণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির কাজে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উদ্যোক্তা সংস্থাকে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা, অন্যান্য কর্ম-সম্পাদন ও পরিচালনায় নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে একাডেমী গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

২। কার্যাবলীঃ

একাডেমীর উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছেঃ

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসংগিক বিষয়ে গবেষণা;
(খ) সরকারী কর্মকর্তা ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(গ) উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা ও মতবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন;
(ঘ) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন;
(ঙ) পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান;
(চ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
(ছ) দেশী ও বিদেশী ছাত্রদের গবেষণা কাজে পরামর্শ দেয়া ও কাজ তদারকী করা; এবং
(জ) সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা।

৩। <u>২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ</u>

(১) <u>২০০৪-২০০৫ সালে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ</u> ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা, সেমিনার, অবহিতকরণ কোর্সের সংখ্যা ১৫৪টি। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলির মাধ্যমে মোট ৪৪৬৭৭ মানবদিবসে ৭০৯০ জন দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পভুক্ত এলাকার মাঠ পর্যায়ের ৪০জন পুরুষ ও ৬০৪জন মহিলা সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, অবহিতকরণ ও সংযুক্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরন	২০০২-২০০৩				২০০৩-২০০৪				২০০৪-২০০৫			
	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
ক) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (৪ মাস মেয়াদী)	-	-	-	-	২	৬৫	৯	৭৪	৩	১২৭	৯	১৩৬
খ) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (২ মাস মেয়াদী)	১	২১	৩	২৪	-	-	-	-	৩	১৩৯	৪৮	১৮৭
গ) একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্স i) ৪ সপ্তাহ মেয়াদী	৩	৯৩	৬	৯৯	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ৩ সপ্তাহ মেয়াদী	২	৩২	২	৩৪	১	১৪	৬	২০	১	৪	২	৬
iii) ২ সপ্তাহ মেয়াদী	১	১০	২	১২	৮	১১৭	৬৬	১৮৩	২	২২	৩	২৫
iv) ১ সপ্তাহ মেয়াদী	৫	৬৮	৩	৭১	৭	১২৯	৩৬	১৬৫	৬	১৫৩	৩৫	১৮৮
v) ১ সপ্তাহের কম মেয়াদী	২	১৬	৬	২২	৫	১১১	১১	১২২	১	১৬	২	১৮
ঘ) অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স (দেশীয়)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ৪ সপ্তাহ মেয়াদী	৪	২১০	৫১	২৬১	৯	৪১৩	১০৯	৫২২	৮	৪২২	৮৫	৫০৭
ii) ৩ সপ্তাহ মেয়াদী	৪	-	১১৪	১১৪	৪	৩৫	৭৮	১১৩	২	-	৩৯	৩৯
iii) ২ সপ্তাহ মেয়াদী	৬	১৭৪	৩০	২০৪	৪	৩৭	৯৬	১৩৩	১	-	৪০	৪০
iv) ১ সপ্তাহ মেয়াদী	৪	১০৩	১১	১১৪	৫	৯১	৮	৯৯	১	৪২	-	৪২
v) ১সপ্তাহের কমমেয়াদী	২৫	১০৮৮	১০	১০৯৮	৯	২৯৪	৪৭	৩৪১	২৪	৬৮১	১২৯	৮১০
vi) প্রকল্প পর্যায়ে প্রশিক্ষণ	৩২	৫৬৬	৬৫৬	১২২২	২৫	৪৯০	৪৬০	৯৫০	১৪	৪০	৬০৪	৬৪৪
ঙ) কর্মশালা/সেমিনার/ সম্মেলন	৫১	২৩২৩	৯৯২	৩৩১৫	৪৩	১৬৫১	৭৯৬	২৪৪৭	৭১	২৫৩৭	১৬৭৬	৪২১৩
চ) আন্তজাতিক প্রশিক্ষণ												
i) ৩ সপ্তাহ মেয়াদী	১	১৫	৫	২০	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ২ সপ্তাহ মেয়াদী	১	১২	-	১২	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) ১ সপ্তাহ মেয়াদী	১	৩	-	৩	২	২১	১০	৩১	২	১৮	৭	২৫
iv) ১ সপ্তাহের কম মেয়াদী	১৬	১২৪	১৫	১৩৯	১৩	১৬৪	৪৩	২০৭	১৫	১৭০	৪০	২১০
মোট	১৫৯	৪৮৫৮	১৯০৬	৬৭৬৪	১৩৭	৩৬৩২	১৭৭৫	৫৪০৭	১৫৪	৪৩৭১	২৭১৯	৭০৯০

(ক) <u>আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালাঃ</u> Japan Association of Drainage and Environment (JADE) এর Team Member দেও জন্য Rural Development and Poverty Alleviation বিষয়ক ৩ দিন মেয়াদী অবহিতকরণ কোর্স গত ৩১আগষ্ট - ২ সেপ্টেম্বর,২০০৪ বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ২-৪ অক্টোবর,০৪ সময়ে বার্ড ও মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে Study/Exchange Visit Programme for the Paticipants of NEDAC কর্মসূচী বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) **জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/কর্মশালাঃ** ৮জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর আইপিএম ল্যাব উদ্ভাবিত বীজ শোধন যন্ত্র ও ভেষজ/ছত্রাক নাশক প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালায় সিভিডিপি সমিতির ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া গত ২৭ ফেব্রুয়ারী - ১মার্চ, ২০০৫ তারিখে জাপানের Japan Association of Drainage and Environment এবং বার্ডের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলের স্যানিটেশন উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্ডের এলএলপিএমএস প্রকল্পের উদ্যোগে ওয়ার্ড তথ্য বই প্রণয়ন বিষয়ক ২টি কর্মশালা যথাক্রমে ২২ - ২৪ সেপ্টেম্বর,২০০৪ এবং ৬ - ৮ অক্টোবর,২০০৪ সময়ে বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোষ্টট্রাষ্ট এর উদ্যোগে ভোলা ও কক্সবাজার জেলার মডেল ইউনিয়ন পরিষদের ৭৫ জন চেয়ারম্যান ও সংশিষ্টদের উন্নয়নে সহযোগিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৮ - ৩০ অক্টোবর,২০০৪ বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) **আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণঃ** BIRD, India এর ১৯ জন কর্মকর্তার জন্য Micro-Finance in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স গত ৭ - ১০ ফেব্রুয়ারী,২০০৫ সময়ে বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) **জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণঃ** বার্ডের নিজস্ব অর্থায়নে এবং জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আলোচ্য সময়ে বার্ড ৫৬ টি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে, এতে ২৬৪২ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রধানতঃ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার উন্নয়ন, নেতৃত্ব উন্নয়ন, পলী অর্থনীতি, পানি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন যোগাযোগ, গবেষণা পদ্ধতি, গুণগত মানসম্মত শিক্ষাদান ও পাঠদান পদ্ধতি, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন, সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণদান পদ্ধতি, সামাজিক সচেতনতা, শিশু পরিচর্যা, সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২৩৩৪২ মানব দিবসে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(২) **গবেষণা কার্যক্রমঃ** বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জনগণের সমস্যা, উন্নয়ন সম্ভাবনা সমূহ চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং গবেষণা ফলাফলের আলোকে সমস্যার বাস্তব সমাধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন। গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রশিক্ষণ এবং সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষের অনুভূত সমস্যা ও সরকারের অগ্রাধিকারসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে বার্ড কর্তৃক গবেষণার বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হয়। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) পলী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দুর্নীতিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো ভিত্তিক সমীক্ষা;
(২) বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ;
(৩) উন্নয়নকর্মী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ/সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করণ;
(৪) পলী এলাকায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও এনজিও পরিচালিত ক্লিনিকের তুলনামূলক সমীক্ষা;
(৫) গ্রামীণ জনগণের উপর নদী ভাঙ্গনের প্রভাব;
(৬) দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ সম্পদের ব্যবহার;
(৭) গ্রামীণ সমাজে সংস্কৃতির বিবর্তন;
(৮) গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা;
(৯) খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও মহিলাভিত্তিক কর্মসূচীর প্রভাব;
(১০) মহিলা কর্মসূচীভুক্ত ০৫ বছরের নীচে শিশুদের পুষ্টিমানের সাথে মহিলা কর্মসূচী বর্হিভূত শিশুদের তুলনা;
(১১) পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংগালী সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপন ও তাদের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ;
(১২) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ ও আর্থ–সামাজিক বিশ্লেষণ;
(১৩) পাহাড়ী এলাকায় কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে কৃষির প্রভাব;
(১৪) টিউবওয়েল সেচের ব্যবহার ও ফলাফল বিষয়ের উপর একটি সমীক্ষা;
(১৫) উন্নয়ন কর্মসুচীর মাধ্যমে নারী মুক্তি;
(১৬) স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে গণমাধ্যমের ভুমিকা;
(১৭) স্থানীয় সরকার পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর কার্যকারিতা;
(১৮) দারিদ্র ও অপুষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কঃ শিকড় হতে শিক্ষা ইত্যাদি।

৪। বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ

(১) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড) কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী(সিভিডিপি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন মডেল প্রকল্প। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত গ্রামবাসীদের গ্রামভিত্তিক একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে স্বচেষ্টায় ও আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সকল পরিবারের যুব-কিশোর, মহিলা ও পুরুষদের যোগ্যতা ও ঝোক অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আয়-উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন। প্রকল্পটি জুন, ২০০৫ সালে সমাপ্ত হলেও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম সচল রাখা হয়।

সাংগঠনিক কার্যক্রম ঃ সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে সাপ্তাহিক সভা। এটি সদস্যগণের বহুবিধ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের একটি অন্যতম ফোরাম। কর্মসূচীভুক্ত গ্রামসমূহের টেকসই উন্নয়নের জন্য কার্যকর সাপ্তাহিক সভা প্রয়োজন। প্রতিবেদনকালীন সময়ে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিসমূহের পুরুষ, মহিলা ও ক্ষুদে সমবায়ীদের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৭৫০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া এসময়ে কুমিল্লা সদর, বুড়িচং, সিলেট সদর ও সোনারগাঁও উপ-প্রকল্পের সমিতিসমূহে মোট ৩৩৯ জন নতুন সদস্য ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতাধীন সমিতিসমূহে ক্রমপুঞ্জিত সদস্য সংখ্যা হলো ১৬৯১৩ জন।

পুঁজি গঠন ঃ গ্রামোন্নয়নের জন্য সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চিত পুঁজিই হলো অন্যতম শক্তির আঁধার। পুঁজিই হচ্ছে রুজির একমাত্র পথ, গ্রামে পুঁজি সৃষ্টি হয় কিন্তু সেগুলো গ্রামে ধরে রাখা যায় না ফলে কাংখিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না। প্রতিবেদনকালীন সময়ে সমিতিসমূহে সঞ্চয় আমানত জমার পরিমান হলো ১০.২৮ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত সমিতিসমূহের ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৪.০৭ লক্ষ টাকা। সদস্যগণ কর্তৃক প্রতিবেদনকালীন সময়ে মোট ৯.২০ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত শেয়ারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ১৪৭.১৯ লক্ষ টাকা।

ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ (সমিতির নিজস্ব তহবিল)ঃ প্রকল্প এলাকার দরিদ্র সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামের টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সদস্যগণের সঞ্চিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের অর্থ থেকে সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। এ তহবিল থেকে আলোচ্য সময়ে মোট ১১০১ জন সুফলভোগীর মধ্যে ২৫.৯৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৬২.৮৩ লক্ষ টাকা।

ঋণ আদায় ঃ প্রতিবেদনকালীন সময়ে সদস্যগণ সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাপ্ত ঋণের মধ্যে ৬৯.৮৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের আবর্তক তহবিল থেকে প্রাপ্ত ঋণের মধ্যে ৫.৯১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। ক্রমপুঞ্জিত সমিতির নিজস্ব তহবিল ও প্রকল্পের আবর্তক তহবিল হতে ঋণ আদায়ের হার ৯৫%।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পলী উন্নয়ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মানদন্ডে বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৪ সনের জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অন্যতম মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধিবৃন্দসহ শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া, পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক গবেষণা ও উদ্যোক্তা সংস্থাগুলোকে আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন, সেমিনার, কর্মশালা সংগঠন, গবেষণা ও অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনায় একাডেমী লব্দ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পল্লী উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিষয়ে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

২। একাডেমীর দায়িত্ব ঃ

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরিচালনা করা একাডেমীর অন্যতম দায়িত্ব। একাডেমী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত ১৯৯০ সালের ১০ নম্বর আইনের ৭ ধারা মোতাবেক একাডেমীর দায়িত্ববলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পল্লী উন্নয়নের কৌশল ও ক্রিয়া পদ্ধতির উপর পরীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধান করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা;
- সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া;
- পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগণের কার্যাবলী পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা;
- জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য করা;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী বা আর্ন্তজাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা।

৩। আরডিএ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) **প্রশিক্ষণঃ** একাডেমী ২০০৪-২০০৫ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব উদ্যোগে এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে মোট ৮৫টি কোর্স পরিচালনা করে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৪৮৩৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৩৬৮২ জন (৭৬.১২%) পুরুষ এবং ১১৫৫ জন (২৩.৮৮%) মহিলা। এছাড়াও বিভিন্ন বহিঃপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ৭৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/সেমিনারে মোট ৬২৩৮ জন অংশগ্রহণ করেন। বিগত বছরে একাডেমীর নিজস্ব ও যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫

নং	উদ্যোক্তা	কোর্সের ধরণ	২০০৩-২০০৪		২০০৪-২০০৫				প্রশিক্ষণ জনদিবস
			কোর্সের সংখ্যা	অংশ গ্রহণ	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)			
						পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র নিজস্ব উদ্যোগে ও একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত	ক) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন/ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮	৫১৭	১৫	২৭১ ৬০.৭৬%	১৭৫ ৩৯.২৪%	৪৪৬ (১০০%)	৪২৬২
		খ) প্রকল্প পর্যায়ের প্রশিক্ষণ	০৪	১৬৫	০৬	২৫৫ ৭৯.৬৯%	৬৫ ২০.৩১%	৩২০ (১০০%)	২৬১৮
		গ) কর্মশালা/সেমিনার/ সম্মেলন	০৩	১২৩	০৫	৭৫৬ ৮০.৬৮%	১৮১ ১৯.৩২%	৯৩৭ (১০০%)	১০৮১
		মোট	২৫	৮০৫	২৬	১২৮২ ৭৫.২৮%	৪২১ ২৪.৭২%	১৭০৩ (১০০%)	৭৯৬১
২।	যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত	ক) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চাকুরীকালীন/ পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স	৫৫	১৫৩০	১৫	৪০০ ৮৪.৭৫%	৭২ ১৫.২৫%	৪৭২ (১০০%)	৯২২০
		খ) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অবহিতকরণ কোর্স/ মাঠ সংযুক্তি/ শিক্ষাসফর/ কর্মশালা	২১	১৬৯১	৪৪	২০৮০ ৭৫.১৩%	৬৬২ ২৪.৮৭%	২৬৬২ (১০০%)	৭৭৮৯
		মোট	৭৬	৩২২১	৫৯	২৪০০ ৭৬.৫৮%	৭৩৪ ২৩.১২%	৩১৩৪ (১০০%)	১৭০০৯
		সর্বমোট	১০১	৪০২৬	৮৫	৩৬৮২ ৭৬.১২%	১১৫৫ ২৩.৮৮%	৪৮৩৭ (১০০%)	২৪৯৭০

(২) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের গবেষণা কার্যক্রমের বিবরণঃ

২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে একাডেমী কর্তৃক মোট ২৩টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়। গবেষণা প্রকল্পগুলো পূর্ব বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই ২৩টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ১১টি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর হতে পরিচালিত এবং বাকি ১২টি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত। গবেষণা প্রকল্পসমূহ হলো ঃ (১) Baseline Survey under North-west Crop Diversification Project. (2) Status of Brood Stock Management and Fish Seed Production in Bangladesh. (3) Multiple Strainer DTW Design: Development of An Appropriate Technology for Extracting Groundwater in Chapai nawabgang Pourashava. (4) Performance of RDA Credit Programme under Multiple Use of DTW Project. (5) Entrepreneurship and Employment Development Through Tourism in Northern Bangladesh. (6) Women`s Reproductive Health : Services Available in the Rural Areas. (7) Post- Harvest Practices of Rice : Potential Yield Loss Assessment. (8) Problems and Prospects of Fine and Aromatic Rice Cultivation. (9) Impact of Alternate Planting of HYVs and LVs on Lodging Resistance and Yield Performance in Rice. (10) Nitrogen Optimisation Study for Aman and Boro Rice by the Use of Cultivar Specific Threshold Leaf Colour Chart Values (TLCCVs). (11) Adaptive Trial on Hybrid Rice (FI) Seed Production at RDA Demonstration Farm. (১২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নমূলক কোর্সেও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ণ (১৩) বানিজ্যিকভাবে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরিচালিত একটি সমীক্ষা (১৪) পল্লী উন্নয়নে গ্রাম সরকারের ভূমিকা ঃ একটি সমীক্ষা (15) Women`s Participation in Dairy Cattle Rearing in Some Selected Areas in the Northern Region of Bangladesh. (16) Causes and Consequences of Resource Transfer from Rural to Urban and Urban to Rural. (17) Brood Stock Management and Fish Seed Production in Bogra District.

(18) Gender And Local Governance: A Study on Programmes and Activities of Local Authorities in Northern Region of Bangladesh. (১৯) দরিদ্র মহিলাদের অবস্থা পরিবর্তনে "পলী উন্নয়নে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প"- এর প্রভাব (20) Impact of Training on Food Processing, Preservation and Marketing: A Post-Training Evaluation. (21) Participation of UP Women Members in Development. (22) Socio-Economic Impact of Migration : A Study in Bogra District. (23) Factors Responsible for Declining of Pulses and Oilseeds Cultivation in the North-west Bangladesh.

সাধারণতঃ একাডেমীর রাজস্ব বাজেট হতে গবেষণা প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন হয়ে থাকে। এছাড়াও বাইরের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে যৌথভাবে গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয় এবং এক্ষেত্রে সংশিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করে থাকে। এবছরে ২টি গবেষণা প্রকল্প/কর্মের অর্থায়ন করেছে NCDP, World Fish Centre. এবং বাকি ২১টি গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়ন একাডেমীর নিজস্ব তহবিল হতে করা হয়েছে।

(৩) প্রায়োগিক গবেষণাঃ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি একাডেমী বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পলী উন্নয়নের জন্য লাগসই কৌশল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। সরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আর্থিক অনুদানে এসব প্রকল্প পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে এডিপিভূক্ত ৪টি প্রকল্প একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প ৪টি হলোঃ (১) আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প, (২) আরডিএ, বগুড়ার প্রদর্শনী খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (৩) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প; এবং (৪) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী। এডিপি বহির্ভূত ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প ৫টি হলোঃ (১) উইমেন ইন সীড এক্সটেনশন (ওয়াইজ) প্রজেক্ট, (২) গুড সীড ইনশিয়েটিভ (জিএসআই) ইন সাউথ এশিয়া, (৩) পলী উন্নয়নে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প, (৪) রুরাল প্ল্যান্ট ক্লিনিক প্রকল্প এবং (৫) প্রদর্শনী খামার।

৪। আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

(১) আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খারার পানি সরবরাহ প্রকল্পঃ আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একাডেমী নির্মিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্সেনিক প্রবণ এলাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন, বিশেষ করে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমিত ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য গ্রামীণ পর্যায়ে দক্ষ সেচ ও বিশুদ্ধ খাবার পানি (আর্সেনিকমুক্ত) সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত মানোন্নয়ন, বিশুদ্ধ খারার পানিসহ গৃহস্থালী ও সকল কাজে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, পানিবাহিত রোগের মাত্রা কমানো, সর্বোপরি আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহার করে শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প এবং মিনি নার্সারী স্থাপন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে ৯৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০১ সালের জুলাই মাস হতে ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া নিয়োজিত আছে। British Geological Survey, March, 2000 অনুসারে দেশের অতিমাত্রায় আর্সেনিক প্রবণ এলাকা যথা- চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, কুমিলা, ফরিদপুর, মেহেরপুর, বাগেরহাট এবং লক্ষীপুর জেলাসহ সর্বমোট ১২টি বৃহত্তর জেলায় দুইটি করে গ্রাম নির্বাচন করে পিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি আগামী জুন, ২০০৬ সনে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের আওতায় ২১টি উপ-প্রকল্প বিভিন্ন এনজিও/গ্রাম সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রথম কিস্তি হিসেবে ১.৮০ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি উপ-প্রকল্পে আরডিএ এর ঋণ কার্যক্রমের আওতায় (প্রতিটি গ্রামে) ১০.২৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তরিত হয়েছে। ঋণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রতিটি গ্রামেই ঋণ আদায়ের হার ১০০%।

(২) আরডিএ, বগুড়া প্রদর্শণী খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প ঃ

পলী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ক্যাম্পাসে অবস্থিত প্রদর্শণী খামারটি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ন বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৮৭০.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০০ হতে জুন,২০০৬ অর্থাৎ ৬ বৎসর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ

(ক) কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শণী খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
(খ) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসমূহ বিশেষ করে নার্সারী ও সব্জী চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, কৃষিযান্ত্রিকীকরণ এবং উন্নত মৎস্য চাষ প্রভৃতি প্রশিক্ষণের গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করা;
(গ) কৃষি বিষয়ক প্রয়োগিক গবেষণা ও প্রদর্শণীর মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা; এবং
(ঘ) সার্বিকভাবে দেশের কৃষি উৎপদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরী এবং মৎস্য হ্যাচারী সহ অবকাঠামো তৈরী ও বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ প্রকল্পের আওতায় ১৭৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জুন,২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমান ৭০৪.৫৮ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮১% ও ৮৫%।

২০০৪-২০০৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাবঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		২০০৪-২০০৫ সালের এডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়					
			মোট (বৈঃ মুঃ)	প্রঃসঃ (টাকায়)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট বরাদ্দের%	টাকা বরাদ্দের%	প্রঃসঃ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)ঃ										
১.	পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	অনুঃ	১৭০৬৬.০০ (-)	- (-)	১৩৫৯.০০	১৩৫৯.০০	-	১৩৫৮.০০ (৯৯.৯৩%)	১৩৫৮.০০ (৯৯.৯৩%)	(-)
২.	রুরাল লাইভলী হুড প্রকল্প	সং অনুঃ	৩৪৫০০.০০ (২৬১০.১০)	২০৫৭৬.০০ (১৭৯৬১.৯০)	২৯০৩.০০	৩৬৮.০০	২৫১৭.০০	২৯০৩.০০ (১০০%)	৩৮৬.০০ (১০০%)	২৫১৭.০০ (১০০%)
৩.	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পূর্বতন একটি বাড়ি একটি খামার)	সং অনুঃ	১৭২৭০.০০ (-)	- (-)	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	২৪৯২.১৯ (৯৯.৬৮%)	২৪৯২.১৯ (৯৯.৬৮)	-
৪.	অংশীদায়িত্বমূলক লিংকমডেল গ্রাম উন্নয়ন	অনুঃ	৬৫.০০ (৪৫.০০)	৪৫.০০ (-)	৬৫.০০	২০.০০	৪৫.০০	৪৭.৯১ (৭৩.৭১%)	৯.৮০ (৪৯%)	৩৭.৯১ (৮৪.২৫%)
৫.	এডভোকেসী অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রু ওরাল কো-অপারেটিভ	অনুঃ	১৭৭.৫০ (১৭৭.৫০)	১৭৭.৫০ (-)	৬২.০০	-	৬২.০০	৬০.৬৭ (৯৭.৮৫)	-	৬০.৬৭ (৯৭.৮৫%)
৬.	গ্রামীণ মহিলাদেও জন্য উঃপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচী	অনুঃ	২৯.১০ (২৯.১০)	২৯.১০ (-)	১৪.০০	-	১৪.০০	১৩.১৪ (৯৪%)	-	১৩.১৪ (৯৪%)
৭.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অ-প্রধান শষ্য উঃপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী	অনুঃ	১৯৮২.৩ (-)	- (-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী	অনুঃ	৯৪৩.০০ (-)	- (-)	৬৪.০০	৬৪.০০	-	৫৫.৬৯ (৮৭.০২)	৫৫.৬৯ (৮৭.০২%)	-
৯.	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী	অননুঃ			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০.	প্রশাসনের মাধ্যমে টেশসই স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদেও সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিও প্রায়োগিক গবেষণা উদ্যোগ	অনুঃ	২৮৬৭.০০ (-)	- (-)	১.০০	১.০০	-	-	-	-
১১.	আর্থসামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প	অনুঃ	৯৬০.০০ (-)	- (-)	২০০.০০	২০০.০০	-	১৭৯.৩৮ (৮৯.৬৯)%	১৭৯.৩৮ (৮৯.৬৯)%	-
১২.	আরডিএ, বগুড়ার প্রদর্শণী খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	অনুঃ	৭৯২.০০ (-)	- (-)	৩৪৩.০০	৩৪৩.০০	-	১৭৭.০০ (৫১.৬০%)	১৭৭.০০ (৫১.৬০%)	-
১৩.	সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমুহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	অননুঃ	২৪০৯.২২ (-)	- (-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪.	দুগ্ধ বিপণন সম্প্রসারণের নিমিত্তে মিল্ক ভিটার ঢাকা ও বাঘাবাড়ী দুগ্ধ কারখানার ইউএইচটি মিল্ক প্যান্ট স্থাপন প্রকল্প	অনুঃ	২০৪২.০০ (-)	- (-)	-	-	-	-	-	-
১৫.	চর লাইভলীহুড প্রকল্প	অনুঃ	৪৭৫২৪.০০ (-)	৪৬৫৭২.০০ (-)	২৫৬৭.০০	৬৭.০০	২৫০০.০০	১৯৮৪.৭৫ (৭৭.৩২%)	৪২.০১ (৬২.৭০%)	১৯৪২.৭৩ (৭৭.৭১%)
১৬.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী	অননুঃ	২৪৬৫.৩০ (-)	- (-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	.মোট				**১০,০৭৮.০০**	**৪,৯৪০.০০**	**৫,১৩৮.০০**	**৯,২৭২.০০ (৯২%)**	**৪,৭০০.০৭ (৯৫.১৪)**	**৪,৫৭১.৪৫ (৮৮.৯৭%)**

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ

মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন) ২০০৫-০৬
মঞ্জুরী নং-২৯
৩৮- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সাংবিধানিক কোড		
২	দায়যুক্ত অনুন্নয়ন ব্যয়	০
৩	অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয়	২৩৬,০০,৭৫,০০০
	সর্বমোট ব্যয়	২৩৬,০০,৭৫,০০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	প্রতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	প্রশাসন				
	৩৮০১	সচিবালয়	১,৮৪,০০	১,৯১,১৬	১,৬৩,২৩
	৩৮০৫	স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৭৫,৭৭,৮৬	১৭৫,৩৮,৫৬	১৬৮,১১,৮০
	৩৮০৬	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪১,৫০	৪১,৫০	৪১,৫০
		মোট- প্রশাসনঃ	১৭৮,০৩,৩৬	১৭৭,৭১,২২	১৭০,১৬,৫৩
	সমবায় বিভাগ				
	৩৮৩১	সমবায় অধিদপ্তর	১৬,১৩,৫৪	১২,৭৭,৯১	১৫,১০,০৪
	৩৮৩৯	জেলা কার্যালয়সমূহ	১৬,৮০,১২	১৪,৮০,৬১	১৩,৭২,৩১
	৩৮৪১	উপজেলা কার্যালয়সমূহ	২৩,০২,০৬	২০,৩১,৭১	১৮,৭৩,০৫
	৩৮৪৫	সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা	২,০১,৬৭	১,৮৬,৩৪	১,৭২,১৯
		মোট- প্রশাসনঃ	৫৭,৯৭,৩৯	৪৯,৭৬,৫৭	৪৯,২৭,৫৯
			২৩৬,০০,৭৫	২২৭,৪৭,৭৯	২১৯,৪৪,১২

৩৮০১- সচিবালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	০০০১		সচিবালয়			

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
অনুমোদিত	২২	১৭	২৭	২৬	৯২
বর্তমান	২১	১৪	২৪	২৪	৮৩
(পুরুষ)	১৮	১৩	২১	১৯	৭১
(মহিলা)	৩	১	৩	৫	১২

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
৪৫০০	অফিসারদের বেতন			
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৫০,২৩	৩৮,৪৫	৩৪,০০
	উপ মোট- অফিসারদের বেতনঃ	**৫০,২৩**	**৩৮,৪৫**	**৩৪,০০**
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন			
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	২৫,৪৬	১৯,২৮	২০,০০
	উপ মোট- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতনঃ	**২৫,৪৬**	**১৯,২৮**	**২০,০০**
৪৭০০	**ভাতাদি**			
৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	০	৫,০০	৫,৩০
৪৭০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	১৩,৫০	১৩,০০	১২,৭৫
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১,৪০	১,৩৫	১,৪৫
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৮,৩৭	৮,২০	৮,৬৭
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৩,৯৮	৩,৯৮	২,৭৭
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৫৮	৫৮	৫৪
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৪৫	৪৫	৪৪
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	৩০	৩০	৩৫
	উপমোট-ভাতাদি ঃ	**২৮,৫৮**	**৩২,৮৬**	**৩২,২৭**
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা			
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	১,৪০	১,৩০	১,৪০
৪৮১৫	ডাক	১০	১০	১০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	১৫,০০	১১,০০	১১,০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	০	৩,১৪	০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৪,৫৩	৪,৫৩	৪,৫৩
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	৫০	৫০	৫৫
৪৮৪৭	পুরস্কার	২,৫০	২,৫০	২,৫০
৪৮৫১	শ্রমিক মজুরী	০	০	১,০৮
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	০	২৫	০
৪৮৮৯	অডিট ফি	৫০,০০	৫০,০০	৫০,০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১,৮০	২১,৮০	২,০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৩,৫০	৫,১৫	৩,৫০
	উপ মোট- সরবরাহ ও সেবাঃ	**৭৯,৩৩**	**১,০০,২৭**	**৭৬,৬৬**

৩৮০১- সচিবালয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
		৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ			
		৪৯০১	মোটর যানবাহন	৪০	৩০	৩০
			উপ মোট- মেরামত ও সংরক্ষণঃ	৪০	৩০	৩০
			উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ঃ	১,৮৪,০০	১,৯১,১৬	১,৬৩,২৩
			মোট- সচিবালয়	১,৮৪,০০	১,৯১,১৬	১,৬৩,২৩
			মোট- সচিবালয়ঃ	১,৮৪,০০	১,৯১,১৬	১,৬৩,২৩

৩৮০৫- স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	৩২১১		বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড			

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
অনুমোদিত	৬২৮	৫৭৮	১,১৯৬	২৯৮	২,৭০০
বর্তমান	৬০৮	৫৭৭	১,১৭৮	২৮৩	২,৬৪৬
(পুরুষ)	৫৭৫	৪৬২	৮৩১	২৬৫	২,১৩৩
(মহিলা)	৩৩	১১৫	৩৪৭	১৮	৫১৩

	অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
৫৯০০	সাহায্য, মজুরী			
৫৯০৩	বেতন বাবদ সহায়তা	৪৫,৬৯,৬৬	৪৬,০৫,৬৫	৩৯,২৬,০০
৫৯৭৪	মেরামত মজুরী	২৭,০০	২৭,০০	২৭,০০
৫৯৭৭	অন্যান্য মজুরী	৯০,০০	৯০,০০	৯০,০০
	উপ মোট- সাহায্য, মজুরী ঃ	**৪৬,৮৬,৬৬**	**৪৭,২২,৬৫**	**৪০,৪৩,০০**
	উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	**৪৬,৮৬,৬৬**	**৪৭,২২,৬৫**	**৪০,৪৩,০০**
	মোট-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ঃ	**৪৬,৮৬,৬৬**	**৪৭,২২,৬৫**	**৪০,৪৩,০০**

৩২১৩ **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা (বার্ড)**

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
অনুমোদিত	৬৩	৭	১৫০	১৪৫	৩৬৫
বর্তমান	৫১	৭	১৩০	১৩৯	৩২৭
(পুরুষ)	৪৫	৬	৯৬	১৩৪	২৮১
(মহিলা)	৬	১	৩৪	৫	৪৬

	অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
৫৯০০	সাহায্য, মজুরী			
৫৯০৩	বেতন বাবদ সহায়তা	৪,১১,১৭	৩,৭৫,০৩	৩,৫০,০০
৫৯২১	গবেষণা মজুরী	২২,০০	২০,০০	২০,০০
৫৯২৭	অন্যান্য মজুরী	৯২,০০	৯২,০০	৯০,০০
	উপ মোট- সাহায্য, মজুরী ঃ	**৫,২৫,১৭**	**৪,৮৭,০৩**	**৪,৬২,০০**
	উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	**৫,২৫,১৭**	**৪,৮৭,০৩**	**৪,৬২,০০**
	মোট-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড), কুমিল্লা ঃ	**৫,২৫,১৭**	**৪,৮৭,০৩**	**৪,৬২,০০**

৩৮০৫- স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	৩২১৫		পলী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ), বগুড়া			

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
অনুমোদিত	৬৩	৭	১০৪	১৩০	৩০৪
বর্তমান	৫৩	৭	৯৯	১২০	২৭৯
(পুরুষ)	৪৯	৭	৯১	১১৬	২৬৩
(মহিলা)	৪	০	৮	৪	১৬

	অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
৫৯০০	সাহায্য, মঞ্জুরী			
৫৯০৩	বেতন বাবদ সহায়তা	৩,০২,৫২	২,৬৭,২৯	২,৪৭,২০
৫৯২১	গবেষণা মঞ্জুরী	১২,০০	১২,০০	১২,০০
৫৯৭৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	৩৬,০০	৩৬,০০	৩৫,০০
	উপ মোট- সাহায্য, মঞ্জুরী ঃ	৩,৫০,৫২	৩,১৫,২৯	২,৯৪,২০
	উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	৩,৫০,৫২	৩,১৫,২৯	২,৯৪,২০
	মোট-পলী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ), বগুড়া ঃ	৩,৫০,৫২	৩,১৫,২৯	২,৯৪,২০

৩২২১		গ্রামীণ অঞ্চলে বিতরণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল			
		অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
	৫৯০০	সাহায্য, মঞ্জুরী			
	৫৯৯০	ক্ষুদ্র ঋণ মঞ্জুরী	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০
		উপ মোট- সাহায্য, মঞ্জুরী ঃ	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০
		উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০
		মোট- গ্রামীন অঞ্চলে বিতরনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল ঃ	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০	১২০,০০,০০

৩৫৪০ বাংলাদেশ জাতীয় পলী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
অনুমোদিত	১	৩	৪	৬	১৪
বর্তমান	১	৩	৩	৬	১৩
(পুরুষ)	১	৩	৩	৪	১১
(মহিলা)	০	০	০	২	২

	অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
৫৯০০	সাহায্য, মঞ্জুরী			
৫৯০৩	৩বেতন বাবদ সহায়তা	১৫,৫১	১৩,৫৯	১২,৬০
	উপ মোট- সাহায্য, মঞ্জুরী ঃ	১৫,৫১	১৩,৫৯	১২,৬০
	উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	১৫,৫১	১৩,৫৯	১২,৬০
	মোট- বাংলাদেশ জাতীয় পলী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন ঃ	১৫,৫১	১৩,৫৯	১২,৬০
	মোট- স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ	১৭৫,৭৭,৮৬	১৭৫,৩৮,৫৬	১৬৮,১১,৮০

৩৮০৬-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	৪২৮১		এ,এ,আর,ডি,ও			
			অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
		৬১০০	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা			
*		৬১০১	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৩,০০	৩,০০	৩,০০
			উপ মোট- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা ঃ	৩,০০	৩,০০	৩,০০
			উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	৩,০০	৩,০০	৩,০০
			মোট- এ,এ,আর,ডি,ও ঃ	৩,০০	৩,০০	৩,০০
	৪২৮৫		এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমন্বিত পলী উন্নয়ন কেন্দ্র			
		৫৯০০	সাহায্য, মজ্জুরী			
		৫৯০৯	বাসা ভাড়া বাবদ মজ্জুরী	১৯,৫০	১৯,৫০	১৯,৫০
			উপ মোট- সাহায্য, মজ্জুরী ঃ	১৯,৫০	১৯,৫০	১৯,৫০
		৬১০০	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা			
*		৬১০১	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	১৯,০০	১৯,০০	১৯,০০
			উপ মোট- সাহায্য, মজ্জুরী ঃ	১৯,০০	১৯,০০	১৯,০০
			উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	৩৮,৫০	৩৮,৫০	৩৮,৫০
			মোট- এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমন্বিত পলী উন্নয়ন কেন্দ্রঃ	৩৮,৫০	৩৮,৫০	৩৮,৫০
			মোট- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহঃ	৪১,৫০	৪১,৫০	৪১,৫০
			মোট- প্রশাসনঃ	১৭৮,০৩,৩৬	১৭৭,৭১,২২	১৭০,১৬,৫৩

৩৮৩১- সমবায় অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
	০০০০		সমবায় অধিদপ্তর (সদর ও বিভাগীয় অফিস)			

	কর্মকর্তা		কর্মচারী		মোট
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
অনুমোদিত	৬২	৭	২৪৭	১৭৬	৪৯২
বর্তমান	৫৬	৫	২১৩	১২৩	৩৯৭
(পুরুষ)	৪৯	৫	১৫১	১০৪	৩০৯
(মহিলা)	৭	০	৬২	১৯	৮৮

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
			অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়			
		৪৫০০	অফিসারদেও বেতন বেতন			
		৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১,০০,৭৮	৭৬,৫৬	৬৯,৪০
			উপ মোট- অফিসারদের বেতনঃ	১,০০,৭৮	৭৬,৫৬	৬৯,৪০
		৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন			
		৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	২,২৬,৬৮	১,৭১,৬৯	১,৫২,৪৫
			উপ মোট- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতনঃ	২,২৬,৬৮	১,৭১,৬৯	১,৫২,৪৫
		৪৭০০	**ভাতাদি**			
		৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	০	২২,৬০	২২,২০
		৪৭০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	১,০৪,২৪	১,০১,৭০	৯৩,০০
		৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৬,৪৩	৬,২৮	৬,১৭
		৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৩৮,৬০	৩৭,৬৬	৩৭,০০
		৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	১৯,০৬	১৯,০৬	১৩,৪০
		৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৫৭	০	০
		৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৪,০৩	৪,০৩	৩,৭২
		৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৪,০০	৪,০০	৩,০০
		৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	৩,৫০	৩,৫০	৩,৬০
			উপমোট-ভাতাদি ঃ	**১,৮০,৪৩**	**১,৯৮,৮৩**	**১,৮২,০৯**
		৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা			
		৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০,০০	১৮,০০	২০,০০
		৪৮০৬	ভাড়া-অফিস	২২,৭০	২২,৭০	২২,৭০
		৪৮১০	পৌর কর	৮	৮	৩০
		৪৮১১	ভূমি কর	৫	৫	৫
		৪৮১৫	ডাক	৩,০০	১,৩০	৩,০০
		৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টিলিপ্রিন্টার	১৫,০০	১৪,০০	১৪,০০
		৪৮১৯	পানি	১,০৫	১,০৫	১,০৫
		৪৮২১	বিদ্যুৎ	৬,০০	৬,০০	৬,০০
		৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১৪,০০	১৪,০০	১৪,০০
		৪৮২৫	চাঁদা	৫৭	০	০
		৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	২০	২০	২০
		৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	০	৩০,০০	০
		৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	১৩,৫০	১২,১৫	১৩,৫০
			উপ মোট- সরবরাহ ও সেবাঃ	**৯৬,১৫**	**১,১৯,৫৩**	**৯৪,৮০**

৩৮৩১- সমবায় অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সাংবিধানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০০৫-০৬	সংশোধিত ২০০৪-০৫	বাজেট ২০০৪-০৫
		৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ			
		৪৯০১	মোটর যানবাহন	৬.০০	৬.০০	৬.০০
		৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৫০	৫০	৫০
		৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জান	১,০০	১,০০	১,০০
			উপ মোট- মেরামত ও সংরক্ষণ ঃ	৭,৫০	৭,৫০	৭,৫০
			উপ মোট- অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ঃ	৬,১১,৫৪	৫,৭৪,১১	৫,০৬,২৪
			অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়			
		৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়			
		৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	০	১,৮০	১,৮০
		৬৮২১	আসবাবপত্র	২,০০	২,০০	২,০০
			উপ মোট- সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় ঃ	২,০০	৩,৮০	৩,৮০
		৭০০০	নির্মাণ ও পুর্ত			
		৭০০৬	অফিস ভবন	১০,০০,০০	৭,০০,০০	১০,০০,০০
			উপ মোট- নির্মাণ ও পুর্ত ঃ	১০,০০,০০	৭,০০,০০	১০,০০,০০
			উপ মোট- অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ঃ	১০,০২,০০	৭,০৩,৮০	১০,০৩,৮০
			মোট- সমবায় অধিদপ্তর (সদর ও বিভাগীয় অফিস) ঃ	১৬,১৩,৫৪	১২,৭৭,৯১	১৫,১০,০৪
			মোট- সমবায় অধিদপ্তর ঃ	১৬,১৩,৫৪	১২,৭৭,৯১	১৫,১০,০৪